যুগান্তর

তারিখ 04 MAR 2014
পৃষ্ঠা ... ৪

# সিরাজগঞ্জের তাড়াশে আনন্দ স্কুলে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ

**সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি**

জেলার তাড়াশে ঝরেপড়া শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত আনন্দ স্কুল বিষাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুলগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মনিটরিংয়ের অভাব, শিক্ষকদের স্কুল ফাঁকির প্রবণতা, ছাত্রছাত্রী উপস্থিত না হওয়া, শিক্ষা উপকরণ, পোশাক, খাতা-কলম, জাতীয় পতাকা এমনকি ব্ল্যাক বোর্ড ও বেশির ভাগ স্কুলের সাইনবোর্ড না থাকায় প্রকল্প গ্রহণের ৮ মাসেও শিক্ষার আলোর পরিপূর্ণ দেখা মেলেনি। সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের জুলাই মাসে তাড়াশ উপজেলার তালম, দেশীগ্রাম, মাগুড়াবিনোদ, তাড়াশ, সগুনা, মাধাইনগর ও বারুহাস ইউনিয়নে ঝরেপড়া প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ১৫ থেকে ২৫ জন সর্বোচ্চ ৩৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ১৮টি আনন্দ স্কুল স্থাপন করা হয়। বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫ বছরের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করে। এজন্য মাসিক ৩ হাজার টাকা বেতনে প্রতি স্কুলে একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়।

কিন্তু প্রকল্পটি গ্রহণের ৮ মাসেও আনন্দ স্কুলগুলোতে পড়ালেখার পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। এলাকার একাধিক অভিভাবক অভিযোগ করেন, সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের উদাসীনতা ও মনিটরিংয়ের অভাবে বিদ্যালয়গুলোতে ঝরেপড়া ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক। অথচ পাঠদানের সময়ের পর নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে গিয়ে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার কথা থাকলেও তেমনটি হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। রেজিস্ট্রারে ছাত্রছাত্রীদের নাম থাকলেও প্রায় প্রতিটি স্কুলেই বাস্তব উপস্থিতির হার নগণ্য। এমনকি ৩ ঘণ্টার জন্য স্কুলগুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা প্রায়ই সময়মতো আসেন না ও অনুপস্থিত থাকেন। কিন্তু এ ব্যাপারে দেখার কেউ নেই। মনে হয় স্কুলগুলো অভিভাবকহীন।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, বেশিরভাগ আনন্দ স্কুলেরই পাঠদানের কক্ষ অত্যন্ত নিম্নমানের। সেখানে শিক্ষার্থীদের পড়ার পরিবেশ খুবই নাজুক। অথচ প্রতি স্কুলের শ্রেণীকক্ষের ঘর বাবদ মাসিক ৪শ টাকা ভাড়া দেয়া হয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ব্ল্যাক বোর্ডসহ শিক্ষার উপকরণ পৌঁছেনি। তাড়াশ দাসপাড়া আনন্দ স্কুলে শিশু শিক্ষার্থীরা মাদুরের অভাবে চটের বস্তায় বসে ক্লাস করছে। ঘরটিরও বেহাল দশা। সেখানকার শিক্ষক প্রীতি রানী সরকার জানান, সব শিক্ষার্থী শিক্ষা উপকরণ এখনও পায়নি। তাদের চটের ওপর বসে পাঠদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের উপকরণের বরাদ্দের কিছু টাকা কেটে বেঞ্চ তৈরি করার চেষ্টা চলছে। যদিও শিক্ষা উপকরণ কিনতে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ১২০ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থে শিক্ষা উপকরণ কেনা শেষ হয়নি। কেনা হয়নি শিক্ষার্থীদের জন্য পোশাক। এ প্রসঙ্গে তাড়াশের উপজেলা নির্বাহী অফিসার শরীফ রায়হান কবির বলেন, কয়েক মাস আগে ওই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী আশরাফুল ইসলাম আনন্দ স্কুলগুলো ঠিকমত দেখেননি। তার উদাসীনতায় শিক্ষার পরিবেশ যেমনটি হওয়ার কথা তেমনটি হয়নি। তবে নতুন প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী যোগদান করার পর ইতিমধ্যে পোশাক তৈরির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাড়াশের আনন্দ স্কুলগুলোতে এখনও পড়ার পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। এমনকি অনেক আনন্দ স্কুলে জাতীয় পতাকা পর্যন্ত উত্তোলন করা হয় না। এ প্রসঙ্গে তাড়াশ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সোলায়মান হোসেন বলেন, আনন্দ স্কুলগুলো ভালোভাবে পরিচালনার জন্য তারা ব্যস্ত রয়েছেন। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট বিভাগের কোনো কোনো কর্মকর্তার নজরদারি একেবারেই নেই। এছাড়া প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী ফারজানা রবি সারা দিন উপজেলার বিভিন্ন অফিস ঘুরে বেড়ালেও আনন্দ স্কুলগুলোর দিকে তার খুব একটা খেয়াল নেই।